APR. 0 1 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ... ৭

অর্থ সঙ্কটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার উপক্রম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ তীব্র অর্থ সঙ্কটের কবলে পড়িয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র রাজস্ব খাতে ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে প্রায় চার কোটি টাকা। এক খাতের টাকা অন্য খাতে টানাটানি করিয়া কোনক্রমে কাজকর্ম চালাইতে কর্তৃপক্ষ হিমশিম খাইতেছে। বেতন-ভাতাসহ বেশকিছু জরুরী কার্যক্রম উন্নয়ন তহবিলের অর্থে চালানো হইতেছে।

চাহিদামাফিক সরকারী বরাদ্দ না পাওয়া, প্রায়শঃ ভবন, গাড়ী ইত্যাদি ভাংচুরের ঘটনায় বিপুল আর্থিক ক্ষতি, অনিয়ন্ত্রিত আনুষঙ্গিক ব্যয়, ক্ষেত্রবিশেষে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং বিজ্ঞান অনুষদের শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন রাজস্ব খাত হইতে অনুমোদিত না হওয়ায় এই বাজেট ঘাটতি সৃষ্টি হইয়াছে। দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ উক্ত শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা উন্নয়ন খাত হইতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের বিষয়টি ঝুলিয়া রহিয়াছে। হিসাব বিভাগের সূত্র জানায়, প্রায় ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও ছয় শতাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাজেট প্রতি বছর সরকারের নিকট পেশ করা হয় তাহার অর্ধেক বরাদ্দ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর লুৎফর রহমান 'ইত্তেফাক'কে জানান, ক্যাম্পাসের অবস্থানগত কারণে নিজস্ব আয়ের উৎস তৈরী করা যাইতেছে না। শহর হইতে দূরবর্তী গ্রাম এলাকায় অবস্থানের কারণে শুধু পরিবহন খাতেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। সরকারী অর্থের উপযুক্ত বরাদ্দ ছাড়া আর্থিক সংকট কাটাইয়া উঠা কঠিন।